Unit-1 Skilwhap

Q পরিবেশের বিভিন্ন ইতিহাসের উৎপত্তি ও মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ - (4)

অরণ্যকে কেন্দ্র করে বাণিজ্যিক ও রাষ্ট্রীয় আধিপত্যের বিপরীতে গোষ্ঠীসমাজের অধিকারকে ঘিরে কৃষক ও আদিবাসীদের অসংখ্য প্রতিবাদী আন্দোলন পরিবেশ ইতিহাসচর্চার প্রতি ইতিহাসবিদদের আগ্রহকে নতুন মাত্রায় নিয়ে। এই সঙ্গে বিশ্বব্যাপী পরিবেশের অবক্ষয়, সবুজ আন্দোলনের উদ্ভব, পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ঐতিহাসিকদের গভীর অনুসন্ধান এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতি ছাড়াও জলের ব্যবহার আর বড়ো বড়ো বাঁধ তৈরীকে কেন্দ্র করে জনসাধারণের ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হল, ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি বিভিন্ন বিকেন্দ্রীক [illegible] গোষ্ঠী [illegible] সুরে গণউদ্দীপনার জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয় - যা চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের মতো স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের জন্ম দেয়।

পরিবেশ চর্চায় স্থিতিশীল বসতিবাসী কৃষকদের পরিবর্তে শিকারী, খাদ্য সংগ্রাহক এবং [illegible] ঝুমচাষী গোষ্ঠীগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, এই প্রান্তিক গোষ্ঠী গুলির, ঔপনিবেশিক আমলের শোষণদিকেও রাজনৈতিক, সামরিক প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে ছিল অনস্বীকার্য। নতুন এই আলোকপাত ও উচ্চনীচ জাতিবর্ণ ও উপজাতি সমূহ সম্পর্কে ঔপনিবেশিক সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। নতুন ইতিহাসচর্চায় প্রগতি সম্পর্কে ধারণা বদলে যায়, যেখানে কৃষকের পরিবর্তে অরণ্য ও চারণভূমিকে গুরুত্ব দেওয়া ও হয়। পূর্বেকার কৃষি ইতিহাসবিদদের স্থিতিশীল, ~~বসতে নিযুক্ত~~ কৃষিকাজে নিযুক্ত ~~অসং~~ অসংখ্য চাষীর গ্রাম সমষ্টি হল গ্রামীন ভারত, এই ধারণায় বদল লক্ষিত হয়।

ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশে পরিবেশের ইতিহাসের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে 'দাও ফিরে সে অরণ্য' নীতির অনুপ্রেরণা, যা রাখালিয়া ব্যবস্থাকে রোমান্টিক রূপ দিয়ে তাকে নিষ্পাপ ও অনাবিল করে দেখানো হয়েছে, যা অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় বেশি সত্যি, নীলাদ্রী ভট্টাচার্যের মতে, (Forests, fields and pastures, Special Issue, Sudies in History. 14(2) 1998) এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে অরণ্য ও অন্যান্য সর্বজনীন অধিকারভুক্ত প্রকৃতির জগৎটাকে যেন 'এমন এক ক্ষেত্র বলে মনে হবে যেখানে কোন অসাম্য নেই, ঔপনিবেশিক যুগে গৃহীত বেশিরভাগ নীতির ফলে যে সমস্ত পরিবর্তন এসেছিল তার বেশিরভাগটাই উৎপীড়ক চরিত্রে, ফলে ইতিহাস রচনায় প্রাক ঔপনিবেশিক অবস্থার সঙ্গে ঔপনিবেশিক আর আধুনিক অবস্থার তফাতটাকে, আধুনিক পাশ্চাত্য অবস্থার সঙ্গে দেশজ অবস্থার ফারাককে বাড়িয়ে দেখানোর যে প্রবণতা তার সঙ্গে এই রোমান্টিকতা যুক্ত হয়।

— o —

① Unit-2 Baikap

How did the Bewar cycle contribute to the pattern of livelihood of the Baiga Community of Central Provinces?

1860 থেকে 1890 পর্বে 'Swidean Cultivation' পদ্ধতি অনুসরন করে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী 'বাইগা' জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, মধ্যপ্রদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ঘন জঙ্গল ও পাহাড় বেষ্টিত এবং ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা যুক্ত বাইগা বসতি অঞ্চলের সহায়ক সুইডেন কৃষিপদ্ধতি স্থানীয়ভাবে যা 'বেওয়ার' নামে পরিচিত ছিল তা সরসুমীভাবে উৎপাদিত হত, বাইগা জনবসতি যুক্ত মাইকাল অঞ্চলে এই কৃষিপদ্ধতিকে 'ধাইয়া' বলা হত, Harold. C Conklin এই স্থানান্তর কৃষিপদ্ধতিকে ~~Hann~~ 'Hanunoo Agriculture' বলে উল্লেখ উল্লেখ করেছেন; যার দুটি দিক আছে- i) অর্থনৈতিক পদ্ধতি এবং ii) বৎসর ব্যাপী একটি সম্প্রদায়ের ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা, Conklin এই অঞ্চলের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কৃষিপদ্ধতির নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন — i) চাষের পদ্ধতি, ii) শস্য উৎপাদন ও পতিত রাখার সময় iii) কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে iv) মৃত্তিকার পরিচর্যা v) আঞ্চলিক উদ্ভিদ এবং vi) আবহাওয়াগত অবস্থান,

Archana Prasad [Mandla District Gazetteer] এই বেওয়ার পদ্ধতিকে স্থায়ী কৃষি বলেছেন, আবার 'Sweden Cultivation' এ চাষের ধরন পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তন শীল বলে তিনি সুপারিশ করেছেন, A. Prasad আরো বলেছেন যে Conklin এর এই সম্পর্কিত কাজের দ্বারা বাস্তুতন্ত্র কীভাবে ক্ষুন্নিবৃত্তির ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক আমলারা মনে করতেন নিকৃষ্ট ধরনের এই ল্যাটেরাইট মৃত্তিকায় কৃষিকাজ অত্যন্ত কঠিন, তাই জন্য অঞ্চলের মৃত্তিকা বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলে বাইগাদের চাষ ভালোভাবে হতে পারত, বেওয়ার Shifting Cultivation এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় 'Shifting village' গড়ে উঠে। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে Sweden Cultivation এর পদ্ধতি বিভিন্ন রকমের হত। Mandla এবং Balaghat অঞ্চলের বাইগারা জঙ্গল পুড়িয়ে ঝুম চাষ পদ্ধতি অনুসরন করে চাষের জমি পাল্টানোর সাথে সাথে বসতিও বদলে ফেলত, Khonds ও Marias দের চাষের পদ্ধতির সাথে বেওয়ার পদ্ধতির তুলনা করে দেখা যায় এই পদ্ধতিতে একই পরিবারের আত্মীয় স্বজন পাশাপাশি বাস করত।

বেওয়ার কৃষিপদ্ধতিতে প্রথমে বৃষ্টির আগে মাটি তৈরী করার ক্ষেত্রে ঝাড় কেটে ফেলে দেওয়া হত. এবং এগুলি আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হত, বৃষ্টির জলে ছাইগুলো মাটিতে মিশে গেলে বীজবপন করা হত, এক একটি অঞ্চলে বেওয়ার তিন বছর চলার পর ছয়-সাত বছর পতিত রাখা হত, বাইগারা নিজেদের অন্য অধিবাসীদের থেকে আলাদা করার জন্য লাঙল ব্যবহার করত না। প্রথম বছরের ~~যখন~~ তুলনায় দ্বিতীয় বছর থেকে উৎপাদন কম হওয়ায় বাইগারা শিকারের উপর গুরুত্ব দিত, এমনকি রমনীরা জীবনধারনের জন্য বনজসম্পদের সংগ্রহে গুরুত্ব দিত, এই ভাবে খাদ্য সংগ্রহের সাথে সাথে বাইগারা শালবীজ, মূল, কন্দ, ফল সংগ্রহ করত, রাসেল ও হীরালালের রচনা থেকে জানা যায় একজন বাইগা একদিনে একঝুড়ি কন্দ সংগ্রহ করতে পারত। মহিলারা জঙ্গল থেকে মহুয়া ও শালবীজ নিয়ে এসে তাড়ি তৈরী করত,

1878 খ্রি. অরন্য আইনে কঠোর ভাবে অরন্য সংরক্ষনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হলে অরন্যে বাইগাদের মুক্ত অধিকারে নিয়ন্ত্রন আরোপিত হয়, 1878-1886 পর্বে অরন্য অঞ্চলের তিন চতুর্থাংশ ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া হয়, এমনকি বাইগাদের অরন্যে প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়, ফলে বাইগারা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য জমিদারী রয়েছে এমন অরন্যে চলে যায়। Archana Prasad ('Studies in History'-1998) দেখান যে,

বাইগাদের পরিযায়ী বৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রন আরোপিত হয়। সরকারী অরন্যে এসময় শ্রমিকের অভাব হওয়ায় বাইগাদের সুবিধা দানের মাধ্যমে ঐ অঞ্চলে ধরে রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। 'Agriculture and Revenue Department এর Report থেকে জানা যায় যে জমিদারদের অরন্য আইন মেনে চলতে বাধ্য করায় বেওয়ার চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, ফলে ভান্ডারার ও চান্দরার জমিদারেরা এর প্রতিবাদ করে। এরপর বাইগারা বেওয়ার করার অনুমতি চেয়ে পিটিশন দিচ্ছে। 1878 খ্রি. জুলাইয়ে 200 বাইগা পরিবার চাষ করার শর্তে রাজী হচ্ছে, 1890 খ্রি. 22,858 একর জমিকে বাইগাদের বেওয়ার করার অধিকার দেওয়া হল। বাইগা বসতি তৈরী করার নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাইগাদের জমির অভাব পড়েছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে। 1891-92 খ্রি. রামগড় তহশিলের 40টি পরিবার হল চাষিতে পরিনত হয়, যারা এতে রাজী হল না তাদেরকে অরন্য দপ্তরে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়, Colonial State এভাবে একদিকে অরন্য সংরক্ষন এবং অন্যদিকে আদিবাসী প্রশাসন নিয়ন্ত্রন করছে। Forest Department এদের ন্যূনতম শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নেয়। এই সময় Central Province এ 454টি অরন্য গ্রাম তৈরী হয়।

Archana Prasad দেখান উনবিংশ শতকে শিল্পায়িত পুঁজিবাদের নজর অরন্যেও পড়তে শুরু করে। এই সময় চামড়াশিল্প, হস্তশিল্প, তাঁত শিল্প বারুদ ও কাগজ শিল্প প্রভৃতি যেগুলিতে অদ্যাবধি গ্রামীন ও নাগরিক সমাজের অধিকার ছিল সেগুলিতে আদিবাসীদের যোগসূত্র তৈরী হয়। 1930 এর আইনে অরন্যবাসীদের অন্যদের থেকে আলাদা করে দেখা বন্ধ হয়, এসময় খ্রিস্টান মিশনারী, কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে দ্বন্দের পরিস্থিতি তৈরী হয়, 1960 এর দশকে মধ্যপ্রদেশে মিশনারী কার্যকলাপ বন্ধ করা হয়। এভাবে বাইগাদের বেওয়ার অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির জায়গা করে নেয়।

—o—